نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ত্রয়োদশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲
প্রতি কপি—৵১৫

১৫ই মাহে শাহাদৎ—১৩২২ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ইং

পৃথিবীকে স্বর্গ-পুরীতে পরিণত করিতে হইলে আদর্শ চরিত্র ও জন-বহুলের একান্ত প্রয়োজন

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের (আইঃ) খোৎবা

১৫ ই জানুয়ারী ১৯৪৩ ইং শুক্রবার

অনুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ (মোবাল্লেগ)

সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বলেন, কোন সম্প্রদায়কে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে জন-বহুল ও আদর্শ চরিত্রের একান্ত প্রয়োজন। কারণ একদিকে যেমন জন-বহুল না হইলে চরিত্রবান সম্প্রদায়ও জগতের কোন কাজে আসিতে পারে না অন্যদিকে তেমনই চরিত্রহীন সম্প্রদায় জন-বহুল হইলে পৃথিবীতে অমঙ্গলকে আলিঙ্গন করে, ফলে জগত সুখ শান্তি লাভে উপকৃত হইতে পারে না।

অতএব সকল অবস্থায়ই জনতার বৃদ্ধি লাভ করা শুভনীয় হইতে পারে না। জনতার বৃদ্ধিলাভ তখনই শুভনীয় হয় যখন তাহার বৃদ্ধি লাভ মানুষের ও অপরের মঙ্গল সাধন করে। যাহার বৃদ্ধি লাভ নিজের ও অপরের হিতকর নহে তাহাকে নির্ম্মূল করিতে সকলই বদ্ধ পরিকর হয়। যে সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি লাভে জগত ফলবান হয়, তাহার প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন এবং মানব মাত্রই তাহার সর্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে।

যখন ছাহাবীগণ রোমীয় শাসকদের সম্মুখীন হইয়া বিজয় লাভে ক্রমে খৃষ্টানদের তীর্থস্থান অধিকার করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন তখন খৃষ্টানেরা নিরুপায় হইয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধের ঘোষনা করে, ফলে খৃষ্টান জাতির মধ্যে এক মহা-জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় এবং এক বৃহৎ সৈনিক ব্যূহ রচনা করিয়া ইসলামী লস্করের উপর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়। ইসলামী লস্কর তাহাদের এই আয়োজনের তুলনায় নিজেদের সংখ্যা নিতান্ত কম দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য পশ্চাৎ অপসরণ করিতে সঙ্কল্প করে। ইসলামী লস্করের সেনাপতি এই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হজরত ওমর (রাঃ)র নিকট অনুমতি চাহিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, "শত্রু পক্ষের সৈন্যেরা আমাদের সৈন্যের সংখ্যার তুলনায় এত অধিক যে, এই সল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করা আর ইসলামী লস্করকে ধ্বংশ করা একই কথা। অতএব আপনি অনুমতি দিলে আমরা কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া সকল মোসলেম সৈন্য-দলকে একত্রিত করিয়া নূতন ভাবে ব্যূহ রচনা করতঃ শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আপনি যদি আমাদিগকে পশ্চাৎ অপসরণের জন্য অনুমতি দেন তবে ইহাও জানাইবেন যে যে-স্থান হইতে আমরা অপসরণ করিব ঐ স্থানের অধিবাসীদের নিকট হইতে যে যুদ্ধ-কর আদায় করা হইয়াছে তাহার কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তৎ-বিষয়েও উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।"

ইহার উত্তরে হজরত ওমর (রাঃ) লিখিয়াছিলেন যে, "যুদ্ধ পরিস্থিতিকে সঙ্কীর্ণ করা ও ইসলামী শক্তি সমূহকে একত্রিত করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ অপসরণ করা, ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধ

নহে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও, যে-সকল স্থান হইতে অপসরণ করা হইবে ঐ স্থানের অধিবাসীদের হেফাজতের জন্য যাহাদের নিকট হইতে যত যুদ্ধকর সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাদিগকে তাহা যেন ফেরত দেওয়া হয়। কারণ, ঐ স্থান হইতে অপসরণ করিলে ঐ স্থানের হেফাজত করার কোনই অধিকার আমাদের থাকিবে না।"

হজরত ওমর (রাঃ)র এই পত্র, ইসলামী লস্করের সেনাপতির নিকট পৌছা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ অঞ্চলের যাহাদের নিকট হইতে যত যুদ্ধকর আদায় করা হইয়াছিল তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের প্রদত্ত যুদ্ধকর ফেরত দেন ও ইহার কারণ স্বরূপ তাহাদিগকে বলেন যে, বর্ত্তমানে আমরা শত্রুর মোকাবেলায় নিজেদিগকে দুর্ব্বল মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য পশ্চাৎ অপসরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। আমরা পশ্চাৎ অপসরণ করিলে পর আপনাদের হেফাজত করার আমাদের কোনই অধিকার থাকিবে না এই নিমিত্ত আপনাদের হেফাজতের জন্য যে যুদ্ধকর লওয়া হইয়াছিল তাহা আপনাদিগকে ফেরত দেওয়া যাইতেছে।

ইহা এতই উচ্চস্তরের আদর্শ ছিল যে একমাত্র হজরত ওমর (রাঃ)র খেলাফতের শাসনকাল ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শাসকদের ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিজেতা যখন কোন দেশ পরিত্যাগ করিয়া যায় তখন যুদ্ধকর ফেরত দেওয়া দূরে থাকুক যত প্রকারে লুণ্ঠন করা যাইতে পারে তাহা তাহারা করিতে কোনই ত্রুটি করে না। কারণ যখন তাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন তাহারা ঐ দেশের লোক-নিন্দার কোনই ভয় করে না।

সুতরাং ইসলামী লস্করের এই সাধু ব্যবস্থা খৃষ্টান জাতির উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহাদের স্বজাতি ও আত্মীয় স্বজন এই যুদ্ধে জেনারেল ও কর্ণেল প্রভৃতি থাকিয়া বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং তাহাদের তীর্থস্থান পুনঃ অধিকারে আনিতেছিল ও এই যুদ্ধকে খৃষ্টানেরা ধর্ম্ম-যুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছিল, তথাপি খৃষ্টান নর নারীরা রোদন করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেছিল, হে ভগবান, ইসলামী লস্করকে পুনরায় বিজয়ী কর।

ইহা সেই শাসন পদ্ধতি ছিল যাহার জন্য লোকদের হৃদয়েও আশীর্ব্বাদের উদ্রেক হইত এবং ফেরেস্তারাও আল্লার নিকট আবেদন করিত, হে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এক দীর্ঘকাল শাসন করিবার সুযোগ প্রদান কর। ফলে ইসলামের এই স্বর্গীয় শাসন পদ্ধতি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে পরিচালিত হইয়া ক্রমে বিকৃত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু এই ত্রিশ বৎসরের সাধনার ফলে ইহার শিকড় এতই মজবুত হইয়া ছিল যে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটদেরও ইহার মূল উৎপাটন করিতে এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন জাতিকেই এত দীর্ঘকাল শাসকরূপে বিরাজ করিতে পরিলক্ষিত হয় না।

খৃষ্টানদের শাসনকাল পৌনে দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই খটখটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুসলমানগণই প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত গৌরবের সহিত শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ঐ ত্রিশ বৎসরেরই ইসলামী শাসনের ফল বিশেষ ছিল।

সুতরাং আজ ইসলামের উন্নতির জন্য আমাদের সত্যতা, ধর্ম্মভীরুতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা ও ন্যায়-পরায়ণতা যতই উন্নতি লাভ করিবে ততই পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং আল্লার অনুগ্রহও ক্রমে আমাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে, কিন্তু যদি পৃথিবীর এই আশীর্ব্বাদ আমরা অর্জ্জন করিতে না পারি তবে পৃথিবী ও স্বর্গ কেহই আমাদের উন্নতির সরঞ্জাম সরবরাহ করিবে না।

সম্প্রদায় মাত্রেরই উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা,—জন বহুলতা। আমরা যদি জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করি তবে আমাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর কোনই কাজে আসিবে না। হজরত মোহম্মদ (সাঃ) যদি গারে-হেরার মধ্যে সারাজীবন অতিবাহিত করিয়া ইহ জগত পরিত্যাগ করিতেন, তবে তাহার অর্জ্জিত স্বর্গীয় শৌরভের মধ্য হইতে আবুবকর, উমর, উস্মান, আলী, তালহা ও জুবের প্রভৃতির ন্যায় পুষ্প বিকশিত হইয়া পৃথিবীকে শৌরভময় করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতে পারিত না। যে পর্য্যন্ত কোন ভাল জিনিষ সর্ব্বসাধারণে না পৌছে সেই পর্য্যন্ত উহা জগতের কোন কাজে আসিতে পারে না। ঠিক এইরূপেই যে পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় উন্নতি লাভ না করে সেই পর্য্যন্ত উহা জগতের কোন কাজে আসিতে পারে না। সুতরাং কোন সম্প্রদায়কে জগতের উপকার সাধন করিতে হইলে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

অতএব একদিকে যেমন আমাদের সাধুতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও উপাসনায় উন্নতি লাভ করা প্রয়োজন, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রথম প্রকারের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমি খোদ্দামোল আহমদীয়া, আনসারুলা ও লাজনায় আমাইল্লাহ গঠনের আন্দোলন জমাতের মধ্যে আরম্ভ করিয়াছি। আমি বলিতে পারি না ইহা দ্বারা জমাত কতটুকু উপকৃত হইবে। সে যাহাই হউক আমার বুদ্ধি-বৃত্তিতে যাহা আসিয়াছে আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। কেবল নিজেদিগকেই সৎ করা উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ নহে বরং অপরকেও সৎ করিতে যত্নবান হওয়া তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমাদের সম্প্রদায়ের ধনী, দরিদ্র, ছোট বড় সকলকেই অত্যাচার, অনাচার, বল প্রয়োগ, অশিষ্টতা ও মিথ্যা ইত্যাদিকে সমূলে উৎপাটন করিতে এবং নিজেদের ও অপরের মধ্যে ন্যায়-পরায়নতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান না হইবে সেই পর্য্যন্ত আমাদের সম্প্রদায় নিজের ও অপরের নিকট আদর্শ স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

এইরূপেই আমাদের দ্বিতীয় প্রকারের কর্ত্তব্য, জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যদি আমাদের সম্প্রদায় সংখ্যা হিসাবে উন্নতি লাভ না করে, তবে পৃথিবীকে উপকৃত করিতে পারিবে না। সুতরাং হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে বার্ত্তা নিয়া জগতে আবির্ভূত

হইয়াছেন তাহা কেবল কাদিয়ান ও তাহার পারিপার্শিক কতিপয় গ্রামে পৌছাইলেই জগতের উপকারে আসিল না বরং পৃথিবীর সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্যে পৌছাইতে পারিলে পৃথিবী উপকৃত হইতে পারে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য যে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে বার্ত্তা নিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা পৃথিবীর কোণে কোণে পৌছাইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের তবলীগী বিভাগ এখনও তাহাদের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব উপলব্ধী করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রভাব তিন চারিটি গ্রাম্য পঞ্চাইতের সমতুল্য মাত্র। প্রচার বিভাগে ও তাহাদের মোবাল্লেগদের মধ্যে ও জমাত সমূহে তবলীগের এমন কোন উৎসাহ ও উদ্যম উপলব্ধী হইতেছে না, যদ্বারা পৃথিবী উপকৃত হইতে পারে? আমি আলফজল পত্রে পাঠ করিয়াছি যে পয়গামীরা ২০০ ও আমাদের জমাত ২০০০ লোককে এবৎসর আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতেই তাহারা আনন্দে আটখানা হইয়া গিয়াছেন। তাহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, প্রতি বৎসরে দুই সহস্র লোক দীক্ষা গ্রহণ করিলে এক শতাব্দীতে দুই লক্ষ্য এবং দশ শতাব্দীতে দুই কুটি লোক দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকে কি কোন সংখ্যারূপে গন্য করা যাইতে পারে? আমাদের সম্প্রদায়ে প্রতি বৎসর তিন চারি হাজার লোকের দীক্ষা গ্রহণও নিতান্তই অনুতাপের বিষয়। যে পর্য্যন্ত জমাতের প্রত্যেক আহ্‌মদী নিজের নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তীগণকে দীক্ষা গ্রহণ করাইতে বদ্ধপরিকর না হইবেন ও আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দলে দলে লোক দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ না করিবে আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না এবং আমরাও আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি না।

অতএব আমি পুনঃ এই উভয় বিষয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাহারা যেন প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় তবলীগী জলসা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন ও ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক আহ্‌মদী যেন তবলীগের কার্য্যে নিজকে নিযুক্ত করেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে সভা সমিতি না করিলে জমাতের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম সতেজ হয় না এবং উৎসাহ ও উদ্যম ব্যতীরেকে ব্যক্তিগত প্রচার কার্য্যও শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

অতএব বন্ধুগণ শীথিলতা পরিহার করুণ, তিন চারি মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক মহকুমায় তবলীগী জলসা করুণ এবং প্রত্যেক অঞ্চলের তবলীগী কেন্দ্রে সভা করিয়া চিন্তা করুণ কি উপায়ে ঐ অঞ্চলে তবলীগের কার্য্য প্রসার লাভ করিতে পারে। যদি প্রত্যেক আহমদীই নিজ নিজ দায়ীত্ব জ্ঞান উপলব্ধী করিতে পারেন তবে এক বৎসরেই প্রত্যেক তবলীগী কেন্দ্রে বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশ জন লোক সহজেই আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করাইতে পারেন এবং কেবল পঞ্জাবেই কয়েক মাসের মধ্যে বিশ ত্রিশ হাজার লোককে আহমদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করাইতে পারে যদিও এই সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। যদি এই পদ্ধতিতে কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায় তবে যতই জমাত বৃদ্ধি লাভ করিবে ততই উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

প্রত্যেক তবলীগী কেন্দ্রে এইরূপ স্কীম যেন তৈয়ার করা হয় যদ্বারা প্রত্যেক জমাতই ইহার অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এবং লোকদিগকে যেন এরূপ পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয় যদ্বারা তাহারা আত্মীয় সজন ও বন্ধুবান্ধবকে তবলীগ করিতে সক্ষম হয়।

অতঃপর তাহরীকে-জদীদের ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছি যে তাহারা যদিও বর্ত্তমানে অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে তবুও তাহারা সদেশে ও আত্মীয় সজনকে চিঠি পত্রাদি দ্বারা তবলীগী কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারে।

খোদ্দামোল আহমদীয়াও মোবাল্লেগদের ও তবলীগী অফিসের উপর এই কার্য্যের জন্য চাপ দিতে পারেন এবং যুবক দিগকে একার্য্যে উৎসাহিত করিয়া জীবনী-শক্তি প্রদান করিতে পারেন। যদি তাহারা এইরূপ করেন তবে তাহাদের কর্ম্মফলে এরূপ রাস্তার উদ্ভব হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে চলিয়া সকল মনোরথ হইতে পারিবেন এবং আল্লার পুরস্কার লাভে গৌরবান্বিত হইতে সক্ষম হইবেন।

আহমদীর ভিঃ পিঃ আসিতেছে

চলিত বর্ষে কাগজের দূর্মূল্যতা বশতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক শোরা কমিটি আহমদীর বার্ষিক চাঁদা ৩৲ স্থলে ৪৲ করিয়াছে।

আগামী ১৫ই মে তারিখের সংখ্যা ভিঃ পিঃ যোগে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হউন।

(ম্যানেজার—আহমদী)

অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়

এতদ্বারা সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বয়তুল মালের ২১।২।৪৩ ইং তারিখের ২।৯১৮৪ নং পত্রের মর্ম্মানুযায়ী জানান যাইতেছে যে হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ)র মীমাংসানুযায়ী যে সকল ব্যক্তিগত মেম্বর ও মোকামী আঞ্জোমন অয়াদাকৃত চান্দায়-আম অর্থাৎ মাসিক চাঁদা এবং কাদিয়ানের সালানা জলসার প্রতিশ্রুত চাঁদার কমপক্ষে পাঁচ ভাগের চারিভাগ চাঁদা অর্থাৎ শতকরা ৮০৲ হিসাবে আদায় না করিবেন তাহাদের দেয় চাঁদার উপর কোন গ্রাণ্ট আগামী বৎসর সদর আঞ্জুমন হইতে মঞ্জুর করা হইবে না। সুতরাং আপনারা আগামী ২০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে আপনাদের প্রতিশ্রুত উক্ত চাঁদার হিসাব পরিষ্কার করিয়া বাধিত করিবেন নতুবা উক্ত কারণ বশতঃ সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া যে পরিমাণ গ্রেণ্ট কম দিবেন তাহা আপনাদিগকে অতিরিক্ত চাঁদা দ্বারা পূরণ করিতে হইবে অথবা প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মঞ্জুরিকৃত বজেটকে কমাইতে হইবে। **ইহাতে প্রাদেশিক আঞ্জোমনের কার্য্যাদি আরও মন্দিভূত হইয়া যাইবে এবং মোকামী আঞ্জোমনও তাহাদের প্রাপ্য অংশ রাখিবার অধিকারী হইবেন না। অতএব অতিশয় সাবধানতার সহিত আপনাদের ওয়াদাকৃত চাঁদার হিসাব ২০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া বাধিত করিবেন।**

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 15th April 1943.

জগৎ আমাদের

ঢাকা

ঢাকা সিটি আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার তবলীগী সেক্রেটারী মৌলবী আহছানুল্লাহ চৌধুরী সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত ২৮শে মার্চ্চ রবিবার মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় সিটি আঞ্জোমনে আহমদীয়ার এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হইয়াছে।

১। ঢাকা সিটি আঞ্জোমনে আহমদীয়ার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইলেন যথা—১। মৌলবী কাজি আবদুস সায়ীদ সাহেব পোষ্টমাষ্টার (প্রেসিডেন্ট) ২। মৌলবী নজির আহমদ চৌধুরী সাহেব ক্লার্ক পি, ডবলিউ, ডি (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) ৩। হেকিম শাহ আবদুল বারি সাহেব (ফাইনানশিয়াল সেক্রেটারী) ৪। মৌলবী আহছানুল্লা চৌধুরী সাহেব, ষ্টাফ অফিসার এ, আর, পি, ঢাকা (তবলীগী সেক্রেটারী)।

২। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে বিগত মাসের কার্য্যের রিপোর্ট পাঠ করা হইবে এবং তাহা সমালোচনা হওয়ার পর চলিত মাসের কার্য্যের প্রোগ্রাম তৈয়ার করা হইবে।

৩। প্রত্যেক মাসের ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ রবিবারে তবলীগী বৈঠক হইবে।

তিনটি তবলীগী সভা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের নিম্নলিখিত তিনটি মোকামী আঞ্জোমনে বিগত মার্চ্চ মাসে বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—

১। ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমনে বিগত ১৭ই মার্চ্চ ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় ২০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন লোক আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহন করিয়াছেন।

২। তারুয়া আঞ্জোমনে বিগত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ্চ একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় আড়াই শত লোক সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন লোক আহমদী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। নবীনগর থানার অন্তর্গত শাহবাজপুর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন বিগত ২১শে ও ২২শে মার্চ্চ ১৯৪৩ইং অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় আহমদী, গয়ের আহমদী ও হিন্দু প্রায় তিন শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারিজন গয়ের আহমদী বয়েত করিয়া আহমদীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন।

এই সকল সভায় হজরত মসিহে মাওউদ ও মাহদীয়ে আখের জমান (আঃ) এর সত্যতা সম্পর্কে নানাবিধ বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। উক্ত সভা সমূহে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের আহমদীগণ ছাড়া সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী, মোবাল্লেগ ও অনারারী মোবাল্লেগগণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের কতিপয় বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা এই সকল সভাকে মোবারক করুন ও তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে আহমদীয়ৎ গ্রহনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। আমীন।

প্রাদেশিক মোবাল্লেগের তবলীগী প্রচেষ্টা

আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোহম্মদ সায়ীদ সাহেব রংপুর হইতে জানাইয়াছেন যে তিনি ঐ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আহমদীয়তের প্রচার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। ঐ স্থানের কতিপয় আহমদী বন্ধুও তাহাকে প্রচার কার্য্যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন। আল্লাহ'তায়ালা তাহাদের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করুন ও পুরস্কার প্রদানে তাহাদের ইহকাল ও পরকালকে আনন্দময় করুন।

অনারারী মোবাল্লেগের তবলীগী প্রচেষ্টা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অনারারী মোবাল্লেগ জনাব ইয়াকুব আলী সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি বিগত মার্চ্চ মাসে নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রায়পুরা ও বাঞ্ছারামপুর থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে তবলীগ করিতে করিতে ভ্রমন করিয়াছেন। খোদার ফজলে ঐ সব অঞ্চলের লোকেরা আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধী করা যাইতেছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন আল্লাহ তায়ালা যেন তাহার প্রচেষ্টাকে ফলবতী করেন। আমীন।

শোক সংবাদ

১। বিগত ২৩শে মার্চ্চ ১৯৪৩ইং সালের শেষ ভাগে দেবগ্রাম-খরমপুর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট জনাব রউফদাদ খাঁ সাহেব বাতব্যাধি রোগে চিরকালের জন্য ইহ জগত পরিত্যাগ করিয়াছেন, "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"। বন্ধুগণ তাহার মগফেরতের জন্য দোয়া করিবেন। আমরা তাহার পরিবারস্থ লোকের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

২। সন্দিপ নিবাসী, নোয়াখালী জেলা স্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেড মৌলবী জনাব আবদুল হাদি সাহেব বিগত ২৬শে মার্চ্চ ১৯৪৩ ইং মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তদীয় পুত্র মিঞা জাহেদুর রহমান সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি মৃত্যুকালে দুই কের জমি যাহার বার্ষিক আয় প্রায় ৫০৲ টাকা হইবে তাহা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে ব্যবহার করার জন্য ওয়াক্‌ফ্‌ করিয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ তাহার মগফেরতের জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করিবেন। আমরা তাহার পরিবারস্থ লোকের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাহাদিগকে দীনের খেদমতে আদর্শ স্থান অধিকারে তৌফিক প্রদান করেন। আমীন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).